''হোলিহংসের পরিভাষা''

আজ জ্ঞানের সাগর বাবা 'হোলিহংস'দের সংগঠনকে দেখছেন। হোলিহংস অর্থাৎ স্বচ্ছতা এবং বিশেষত্ব সম্পন্ন আত্মারা। স্বচ্ছতা অর্থাৎ মন-বচন-কর্ম, সম্বন্ধ সব এর পবিত্রতা। পবিত্রতার লক্ষণ হিসেবে সর্বদাই সাদা রঙ দেখানো হয়। তোমরা হোলিহংসরাও হলে শ্বেত বস্ত্রধারী, পরিস্কার হৃদয় অর্থাৎ তোমরা হলে স্বচ্ছতা-স্বরূপ । তন - মন আর অন্তর থেকে সদা বেদাগ অর্থাৎ স্বচ্ছ যেন হয়। তন এর দিক থেকে অর্থাৎ বাইরে থেকে যে যত স্বচ্ছই হোক না কেন, পরিস্কার থাকুক, কিন্তু মন যদি তার পরিস্কার বা সাফ না হয়, স্বচ্ছ না হয়, তখন বলা হয় আগে মনকে পরিচ্ছন্ন (সাফ) রাখো ! সাফ মন বা সাফ হৃদয়ে সাহেব রাজী থাকেন (ভগবান আসন গ্রহণ করেন, খুশী হন)। তার সাথে সাথে পরিস্কার অন্তর যার, তার সকল মনোবাঞ্ছা অর্থাৎ কামনা পূর্ণ হয়। হংসের বিশেষত্ব হল স্বচ্ছতা অর্থাৎ পরিস্কার হয়, সেইজন্য তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আত্মাদেরকে 'হোলিহংস' বলা হয়। চেক করো যে, আমি হোলিহংস আত্মার চারটি বিষয়ে অর্থাৎ তন-মন-অন্তঃকরণ আর সম্বন্ধে স্বচ্ছতা রয়েছে ? সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বা পবিত্রতা - এটাই হল এই সঙ্গমযুগে সকলের লক্ষ্য। সেইজন্যই তোমরা ব্রাহ্মণ তথা দেবতাদের সম্পূর্ণ পবিত্র হিসেবে প্রশস্তি রয়েছে। কেবল নির্বিকারী বলা হয় না, বরং বলা হয় 'সম্পূর্ণ নির্বিকারী' । ১৬ কলা সম্পন্ন বলা হয় । শুধু ১৬ কলা বলা হয় না, বলা হয় তাতে 'সম্পন্ন'। গায়ন হল তোমাদের দেবতা রূপেরই, কিন্তু হও কখন ? ব্রাহ্মণ জীবনে নাকি দেবতা জীবনে ? হয়ে ওঠার সময় হল এখন 'সঙ্গমযুগে' । সেইজন্য চেক করো যে, কতখানি অর্থাৎ কত পার্সেন্টেজে স্বচ্ছতা অর্থাৎ পবিত্রতাকে ধারণ করেছ ?

তন এর স্বচ্ছতা অর্থাৎ সদা এই তনকে আত্মার মন্দির মনে করে সেই স্মৃতিতে স্বচ্ছ রাখা। মূর্তি যত শ্রেষ্ঠ হয় ততই মন্দিরও শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে । তাহলে তোমরা শ্রেষ্ঠ মূর্তি নাকি সাধারণ ? ব্রাহ্মণ আত্মারা সমগ্র কল্পে হল নম্বর ওয়ান আত্মা ! ব্রাহ্মণদের সামনে দেবতারাও হল স্বর্ণ তুল্য আর ব্রাহ্মণ হল হীরক তুল্য ! তো তোমরা সকলে হলে হীরে তুল্য মূর্তি। কত উঁচু হয়ে গেলে তোমরা ! নিজের এতখানি স্বমান জেনে এই শরীর রূপী মন্দিরকে স্বচ্ছ রাখো। সাদা থাকুক কিন্তু স্বচ্ছ যেন হয় । এই বিধির দ্বারা তন এর পবিত্রতা সদা রুহানী সৌরভের অনুভব করাবে। এমন স্বচ্ছতা, পবিত্রতা কতখানি ধারণ হয়েছে ? দেহ ভাব'এ স্বচ্ছতা থাকে না কিন্তু আত্মার মন্দির মনে করলে তখন স্বচ্ছ রাখা হল। আর মন্দিরটির রক্ষণাবেক্ষণ আর পরিচালনা করতে বাবাই তোমাকে দিয়েছেন। এই মন্দিরের ট্রাস্টি বানিয়েছেন। তোমরা তো তন-মন-ধন সব দিয়ে দিয়েছ, তাই না ? এখন আর সেটি তোমার নয়। আমার বলবে নাকি তোমার বলবে ? তো ট্রাস্টি ভাব স্বতঃতই নষ্টমোহ অর্থাৎ স্বচ্ছতা আর পবিত্রতাকে নিজের মধ্যে নিয়ে আসে। মোহের মধ্যে স্বচ্ছতা নেই, বরং বাবা সেবা দিয়েছেন - এইরূপ মনে করে তনকে স্বচ্ছ, পবিত্র রাখো, তাই তো ? নাকি যেমন আসে সেইরকমই চালাতে থাকো ? স্বচ্ছতাই হল আত্মিকতার (রুহানিয়তের) নিদর্শন ।

এই ভাবেই মনের স্বচ্ছতা বা পবিত্রতা, এরও পার্সেন্টেজকে দেখো। সারাদিনে কোনো প্রকারেরই অশুদ্ধ সংকল্প মনের মধ্যে চলেছে ? তবে তাকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বলা যাবে না। মন এর বিষয়ে বাপদাদার ডায়রেকশন হল - তোমার মনকে আমাতে নিযুক্ত করো কিম্বা বিশ্ব-সেবাতে নিয়োজিত করো। 'মন্মনাভব' - এই মন্ত্রের স্মৃতি সদা যেন থাকে। একে বলা হবে - মনের স্বচ্ছতা বা পবিত্রতা । আর কোনো দিকেই মন যদি ছুটে বেড়ায়, তবে ছুটে বেড়ানো অর্থাৎ অস্বচ্ছতা। এই বিধির দ্বারা চেক করো যে, কত পার্সেন্টেজে স্বচ্ছতা ধারণা হয়েছে ? বিস্তারিত ভাবে তো তোমরা জানোই, তাই না !

তৃতীয়তঃ - হৃদয়ের স্বচ্ছতা । একেও তোমরা জানো যে, 'সততাই হল পরিচ্ছন্নতা' । নিজের স্ব উন্নতির জন্য যা কিছু পুরুষার্থ রয়েছে, পুরুষার্থ যেমনই হোক, সে সব কিছুকে সততার সাথে বাবার সামনে রাখা। অতএব এক - নিজের পুরুষার্থের স্বচ্ছতা, দ্বিতীয় - সেবা করবার সময় কতখানি সততার সাথে অন্তর থেকে সেবা করছে, এর স্বচ্ছতা। যদি এতটুকুও স্বার্থ রেখে সেবা করবে তবে তাকে সত্যিকারের সেবা বলা হবে না। তো সেবাতে সততা আর পরিচ্ছন্নতা কতখানি রয়েছে ? কেউ কেউ ভাবে সেবা তো করতেই হবে। যেমন লৌকিক গভর্নমেন্টের ডিউটি হয়, সেটা সততার সাথে অন্তর থেকে করো, কিম্বা বাধ্য হয়ে করো অথবা অমনোযোগের সাথে করো, যেভাবেই করো করতেই হয়। যেভাবেই হোক ৮ ঘন্টা অতিবাহিত করতেই হবে। সেই রকম অলমাইটি গভর্নমেন্টের থেকে ডিউটি প্রাপ্ত হয়েছে - এই রকম মনে করে সেবা করা, একে সত্যিকারের সেবা বলা হবে না। কেবলমাত্র ডিউটি নয়, বরং ব্রাহ্মণ আত্মাদের নিজস্ব সংস্কারই হল

'সেবা' । তো সংস্কার স্বভাবতই সত্যিকারের সেবা ছাড়া থাকতে দেয় না। তো এইভাবে চেক করো যে, সত্য হৃদয়ের সাথে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জীবনের স্বাভাবিক সংস্কারের দ্বারা সেবা কত পার্সেন্টেজের করেছ ? এতগুলো মেলা করে ফেলেছ, এতজনকে কোর্স করিয়ে ফেলেছ, কিন্তু স্বচ্ছতা আর পবিত্রতার পার্সেন্টেজ কতখানি ছিল ? ডিউটি নয়, বরং আমার নিজস্ব সংস্কার, স্ব-ধর্ম, স্ব-কর্ম এটা।

চতুর্থতঃ - সম্বন্ধে স্বচ্ছতা । এটিকে সার রূপে বিশেষ ভাবে এটাই চেক করো যে, সন্তুষ্টতা রূপী স্বচ্ছতা কত পার্সেন্টেজে রয়েছে ? সারাদিনে ভিন্ন ভিন্ন ভ্যারাইটি আত্মাদের সাথে সম্বন্ধ হয়। তিন প্রকারের সম্বন্ধে তোমরা এসে থাকো। এক - ব্রাহ্মণ পরিবারের, দুই - আগত জিজ্ঞাসু আত্মাদের, তিন - লৌকিক পরিবারের। তিনটিই সম্বন্ধে সারাদিনে নিজের সন্তুষ্টতা এবং সম্বন্ধে যে সব আত্মারা আসছে সেই সব আত্মাদের সন্তুষ্টতার পার্সেন্টেজ কতখানি ছিল ? সন্তুষ্টতার লক্ষণ হল - নিজেও সে মনের দিক থেকে হাল্কা এবং খুশী থাকবে আর অন্যরাও খুশী হবে। অসন্তুষ্টতার লক্ষণ হল - সে নিজেও মনের দিক থেকে ভারী থাকবে। যদি সে সত্যিকারের পুরুষার্থী হবে, তবে বারে বারে না চাইলেও তার সংকল্প আসতে থাকবে যে, যদি এই রকম না বলতাম তবে ভালো হত, এই রকম না করতাম তবে ভালো হত। এটা যদি বলতাম বা এটা যদি করতাম - এ'সব মনে আসতে থাকবে। উদাসীন পুরুষার্থীর তো এটাও আসবে না। তো এই বোঝা খুশী থাকতে দেবে না, হাল্কা থাকতে দেবে না। সম্বন্ধের স্বচ্ছতা অর্থাৎ সন্তুষ্টতা। এটাই হল সম্বন্ধের সততা এবং পরিচ্ছন্নতা। সেইজন্য তোমরা বলে থাকো - 'সত্য যেখানে, আত্মা নাচবে সেখানে' ('সচ তো বিঠো নচ') । অর্থাৎ যে সত্য, সে সদা খুশীতে নাচতে থাকবে। তাহলে শুনলে, হোলিহংসের পরিভাষা ? যদি সত্যতার স্বচ্ছতা নেই, তবে হংস তুমি, কিন্তু হোলিহংস নও। তাহলে চেক করো - সম্পন্ন আর সম্পূর্ণ'র যে গায়ন আছে, তা কতখানি হতে পেরেছ ? ড্রামা অনুসারে আজই যদি শরীরের হিসাব সমাপ্ত হয়ে যায়, তবে কত পার্সেন্টেজে পাশ হবে ? নাকি ড্রামাকে বলবে - কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো ? এটা তো ভেবে বসে থাকনি যে, আমার তো এখন বয়স কম ? এভাররেডির অর্থ কী ? সময়ের অপেক্ষা করো নাকি যে এখনও ১০ - ১১ বছর রয়েছে ? অনেকেই ২০০০ পর্যন্ত সময়ের হিসাব রের করে। কিন্তু সৃষ্টির বিনাশের ব্যাপার হল আলাদা আর নিজেকে এভাররেডি রাখা হল আলাদা ব্যাপার। সেইজন্য এটা তার সাথে মিলবে না। ভিন্ন ভিন্ন আত্মার ভিন্ন ভিন্ন পার্ট। সেইজন্য এটা মনে ক'র না যে, আমার তো অ্যাডভান্স পার্টিতে পার্ট নেই কিম্বা আমার তো বিনাশের পরেও পার্ট রয়েছে । অনেক আত্মাদেরই রয়েছে, কিন্তু আমি হলাম এভাররেডি। নইলে অমনোযোগিতার অংশ প্রকট হয়ে যাবে। এভাররেডি থাকো, তারপর ২০ বছর বাঁচো কোনো তো অসুবিধা নেই। কিন্তু কোনো রকম আধারের উপরে নির্ভরশীল থাকবে না। একেই বলা হবে - 'হোলিহংস' । জ্ঞান-সাগরের উপকন্ঠে এসেছ না তোমরা! তো আজ হোলিহংসর স্বচ্ছতা শোনালাম পরে বিশেষত্ব শোনাবো।

টিচার্স তোমরা চেক করতে পারো তো, তাই না ? টিচারদের বিশেষতঃ সমর্পিত হওয়ার ভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে । প্রবৃত্তি থেকে মন থেকে যতই সমর্পিত হোক, তবুও টিচারদের এতে বিশেষ ভাগ্য রয়েছে। কাজই হল 'স্মরণ আর সেবা'। তা সে খাবার প্রস্তুত করুক কিম্বা জামাকাপড় কাচুক - এটাও হল যজ্ঞ সেবা। সেটাও হল তোমাদের অলৌকিক জীবনের উদ্দেশ্যে সেবা। প্রবৃত্তিতে যারা রয়েছে, তাদের দুটি দিকেই দেখতে হয়। তোমাদের তো হল একটি দিকেরই কাজ, ডবল (দুটো দিক) তো দেখতে হয় না, না ? যারা সততা আর পরিচ্ছন্নতার সাথে বাবা আর সেবাতে সদা তৎপর থাকে, তাদেরকে আর কোনো পরিশ্রম করবার প্রয়োজন হয় না। বলেছিলাম না যে, যোগ্য টিচারের ভান্ডারা (খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি) আর ভান্ডারী (ধন, আগার) সদা ভরপুর থাকবে। চিন্তা করতে হয় না যে পরের মাসে কীকরে চলবে, মেলা কীভাবে হবে ! সেবার সাথে সাথে সাধনও স্বতঃই প্রাপ্ত হবে। আধ্যাত্মিক (রুহানী) আকর্ষণ সেবাকে আর সেবাকেন্দ্রকে স্বতঃতই বৃদ্ধি করাতে থাকবে। যখন বেশী ভাবতে থাকো যে, জিজ্ঞাসু কেন বেশী আসছে না, থাকছে না কেন, কেন চলে যাচ্ছে... তাহলে জিজ্ঞাসু স্থায়ী হবে না। যোগযুক্ত হয়ে রুহানিয়তের সাথে (আত্মিক আর দয়ার ভাব) যদি আহ্বান করো, তবে জিজ্ঞাসু স্বতঃই বৃদ্ধি পায় । এইরকমই হয়, তাই না ? তাই মনকে সদা হাল্কা রাখো, কোনো প্রকারের বোঝা রেখো না। যে কোনো প্রকারের বোঝা, তা সে নিজেরই হোক বা সেবা সাথীদের, তোমাদেরকে উড়তে দেবে না - সেবাও উচ্চে উঠতে পারবে না। সেইজন্য সদা দিল সাফ আর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ (মুরাদ হাসিল) করতে থাকো। সকল প্রাপ্তি তোমাদের সামনে স্বতঃই আসতে থাকবে। কী শুনলে ? সকল রুহানী প্রাপ্তি হলই ব্রাহ্মণদের জন্য, সেগুলো আর কোথায় যাবে তবে ! অধিকার কেবল তোমাদেরই। অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আচ্ছা -

সকল হোলিহংসদেরকে, চতুর্দিকের সত্য সাহেবকে রাজী করতে পারা সত্য হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সদা নিজেকে এভাররেডি রাখা নম্বর ওয়ান বাচ্চাদেরকে, সদা নিজেকে গায়ন যোগ্য সম্পূর্ণ সম্পন্ন বানাতে সক্ষম, বাবার সমীপ

বাচ্চাদেরকে, সদা নিজেকে অমূল্য হীরে তুল্য অনুভবকারী অনুভাবী আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

মহারাষ্ট্র গ্রুপের প্রতি বাপদাদার সাক্ষাৎকার - সদা খুশীতে ভরপুর থাকো ? খুশহাল অর্থাৎ ভরপুর, সম্পন্ন। খুশীতে ভরপুর থাকতে নিজেরও ভালো লাগে অন্যদেরও ভালো লাগে। যেই স্থান খুশীতে ভরপুর থাকে না, তাকে কাঁটার জঙ্গল বলা হয় । সুতরাং তোমাদের সকলের জীবন খুশহাল হয়ে গেছে । আর চাল কেমন হয়ে গেছে ? উড়তি কলার ফরিস্তার চাল হয়ে গেছে। তাহলে হালও ভালো আর চালও ভালো। দুনিয়ার মানুষ যখন পরস্পর মিলিত হয় তখন হালচাল কেমন চলছে খোঁজ খবর নিয়ে থাকে না ? তো তোমাদের হালচাল কেমন ? হাল হল 'খুশহাল' আর চাল হল 'ফরিস্তা'র চাল। দুটোই ভালো, তাই না ? খুশীতে ভরপুর থাকলে সেখানে কোনো কাঁটা আসবে না। পূর্বে কাঁটার জঙ্গলে জীবন ছিল, এখন বদলে গেছে। এখন ফুলে ফুলে ভরা জগতে (খুশহালিতে) চলে এসেছো। জীবন এখন সদা দিব্য গুণের ফুল গুলির পুষ্প স্তবকে মোরা (ফুলওয়াড়ী)। দিব্য গুণের পুষ্প স্তবকের চিত্র বানানো হয়েছে না ? সেই দিব্য গুণ গুলির পুষ্প স্তবকে কারা রয়েছে ? তোমরা নাকি অন্য কেউ ? কাঁটার স্তবক তৈরী করা যায় না, ফুলেরই স্তবক তৈরী করা হয়। শুধু পাতা দিয়ে তৈরী করা হলেও বলবে স্তবকটা ঠিক নয়। অতএব তোমরা স্বয়ং দিব্য গুণ গুলির পুষ্প স্তবক অর্থাৎ খুশীতে ভরপুর হয়ে গেছ। তোমাদের সংস্পর্শে যারাই আসবে, দিব্য গুণ গুলির পুষ্পের সুবাস তাদের কাছে আসতে থাকবে আর তোমাদেরকে খুশীতে ভরপুর থাকতে দেখে তারাও খুশী হবে। শক্তিরও অনুভব করবে। সেইজন্য আজকাল ডাক্তাররাও বলে - বাগানে গিয়ে হাটাহাটি করতে। তো খুশহালি অন্যদেরকেও শক্তিশালী বানায় আর খুশীতেও নিয়ে আসে। সেইজন্য তোমরা বলে থাকো যে, আমরা হলাম এভার হ্যাপি । তোমরা চ্যালেঞ্জও করে থাকো যে, কেউ যদি এভার হ্যাপি হতে চান, তবে আমাদের কাছে আসুন। আপনাদের সবাইকে বাবার স্মৃতি জাগ্রত করে দেব আমরা। তবে এভার হেল্দি, এভার ওয়েল্দি আর এভার হ্যাপি হয়ে যাবেন । এ হল আপনার জন্মসিদ্ধ অধিকার। এই অধিকার আপনার প্রাপ্ত হয়ে গেছে তো ? তোমরা সকলকে বলে থাকো জন্মসিদ্ধ অধিকার। শারীরিক ভাবে যত অসুস্থই থাকো না কেন কিন্তু মন তো খুশীতে ভরপুর, তাই না ? মন খুশী থাকলে জগৎ খুশী, কিন্তু মন অসুস্থ হলে শরীরও ফ্যাকাসে হয়ে যায় । মন ঠিক থাকলে শরীরের রোগ ব্যাধিও মনকে স্পর্শ করতে পারবে না। এমনই তো হয়, তাই না ? কেননা তোমাদের কাছে যে সর্বোত্তম খুশীর মতো পুষ্টিকর আহার রয়েছে । ওষুধ যদি ভালো পড়ে তবে রোগও দূর হয়ে যায়। তোমাদের কাছে খুশীর যে পুষ্টিকর আহার রয়েছে, তা রোগ দূরও করে, ভুলিয়েও দেয়। তাই মন খুশীতে তো জগৎ খুশীর, জীবন খুশীর। সেইজন্য তোমরা যেমন এভার হেল্দি, এভার ওয়েল্দিও তেমনই হ্যাপিও। নিজে থাকলে তখন অন্যকেও চ্যালেঞ্জ করতে পারবে। নইলে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না। নিজের দিকে তাকালে তখন অন্যদের প্রতিও দয়ার অনুভব হবে, কারণ নিজেরই পরিবার যে। সেই আত্মা যেমনই (যেমন সংস্কারেরই) হোক না কেন কিন্তু একই পরিবারের যে। যার দিকেই তাকাবে এই অনুভবই করবে এ তো আমাদেরই ভাই, আমাদেরই পরিবারের। পরিবারের মধ্যেও কেউ কাছের হয়, কেউ দূরের হয়, তাও পরিবারেরই তো বলা হবে তাই না ?

যেমন বাবা হল দয়াবান। বাবার কাছে তো এই প্রার্থনাই করে যে, কৃপা করো, দয়া করো ! তোমরা কৃপা করবে, দয়া করবে তো, তাই না ? কারণ বাবার সমান নিমিত্ত হয়েছ যে তোমরা। ব্রাহ্মণ আত্মাদের কারো প্রতি ঘৃণা আসতে পারে না। দয়া আসবে, ঘৃণা আসতে পারে না। সবাই হল মায়ার বশ। তো যে পরবশ তার উপরে তো দয়া আসে, ক্ষমার ভাব আসে। যেখানে ঘৃণা আসবে না সেখানে ক্রোধও আসবে না। যখন ঘৃণা আসে তখন রোষ চলে আসে, ক্রোধ চলে আসে। কিন্তু যেখানে ক্ষমা ভাব থাকে সেখানে শান্তির দান দেবে। দাতার সন্তান যে তোমরা ! তবে শান্তি দেবে তাই না ? আচ্ছা !

বরদানঃ- জ্ঞান খাজানার দ্বারা মুক্তি-জীবনমুক্তির অনুভব করতে পারা সর্ব বন্ধনমুক্ত ভব

জ্ঞান রত্নের খাজানা হল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ খাজানা। এই খাজানার দ্বারা এই সময়ই মুক্তি-জীবনমুক্তির অনুভূতি করতে পারো। বাবার সমান জ্ঞানী আত্মা সে-ই যে দুঃখ আর অশান্তির সব কারণ গুলিকে সমাপ্ত করে অনেক অনেক বন্ধনের রশিকে কর্তন করে মুক্তি-জীবনমুক্তির অনুভব করবে। অনেক ব্যর্থ সংকল্পের থেকে, বিকল্প গুলির থেকে এবং বিকর্ম গুলির থেকে সদা মুক্ত থাকা - এটাই হল মুক্ত আর জীবনমুক্ত অবস্থা।

স্লোগানঃ- সে-ই বিশ্ব পরিবর্তক যে নিজের শক্তিশালী বৃত্তি গুলির দ্বারা বায়ুমণ্ডলকে পরিবর্তন করে দেবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid

2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;